মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে হামলার ঘটনা নিয়ে ডিসকোভারির তথ্যচিত্র

চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি মার্কিন গণতন্ত্রের ইতিহাসে ‘কালো দিন’ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিন অধিবেশন চলাকালীন মার্কিন আইনসভায় হামলা চালায় উন্মত্ত ট্রাম্প সমর্থকরা। সেই দিন আসলে কী হয়েছিল? হঠাৎ কীভাবে এতটা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে পরিস্থিতি? মার্কিন গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করা সেই দিনের অভ্যন্তরের আসল ঘটনা নিয়ে ‘স্টর্মিং দ্য ক্যাপিটল: দ্য ইনসাইড স্টোরি’ নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে ডিসকোভারি। সংস্থার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে তথ্যচিত্রটি।

ঘটনার দিন ক্যাপিটল ভবনের বাইরের উত্তেজনা দুনিয়ার নজরে এলেও ভেতরে তার কয়েকগুণ বেশি তাণ্ডবলীলা চলেছিল। যা ধরা পড়ে শুধুমাত্র একটি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়। হাই সিকিউরিটি জোনে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন আইটিভির রবার্ট মুর, প্রযোজক সোফি আলেকজান্ডার এবং ক্যামেরাম্যান মার্ক ডেভি। ট্রাম্প সমর্থকদের আক্রোশ আর ধ্বংসাত্মক কীর্তির সাক্ষী ছিল একমাত্র ওই সংবাদমাধ্যম। ঘটনার তিন সপ্তাহ বাদে ওই ফুটেজগুলি দিয়েই তৈরি ক্যাপিটল ভবনে হামলার এই তথ্যচিত্র প্রকাশ পায়। যা দেখে আরও একবার রীতিমতো চমকে উঠেছে গোটা দুনিয়া।

তথ্যচিত্রে রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ন্যান্সি ম্যাস ওই দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, “ঘটনার দিন আমরা অফিসের ভিতর দরজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম। ভয়ানক আতঙ্কের ছিল প্রতিটা মুহূর্ত। দিনটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখের।”

যুক্তরাষ্ট্রেও এমন হয়? বিস্মিত গোটা দুনিয়া। ট্রাম্পের ভাষণের পরপরই সারা বিশ্বকে সাক্ষী রেখে তার অনুগামী-সমর্থকরা যাবতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ক্যাপটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৫২ জনকে। বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসার পল আর্ভিং জানায়, ভবনের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ঢুকে পড়ে একদল বিক্ষোভকারী। হাতে ট্রাম্পের নাম লেখা পতাকা, মুখে ট্রাম্পের জয়ের স্লোগান। মার্কিন সংসদে তখন জো বাইডেনকে সরকারি

ভাবে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণার প্রস্তুতি চলছিল।

ক্যাপটাল হিলে অনাকাঙ্ক্ষিত ওই হামলায় গোটা ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রায় লকডাউন জারি করতে বাধ্য হয় মার্কিন পুলিশ। হিংসাত্মক এই ঘটনায় প্রাণ হারান পাঁচজন। এই পুরো ঘটনার দায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরই বর্তায়। ঘটনার জেরে প্রথম এবং একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য ইমপিচ করা হয় ট্রাম্পকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন ঘটনাই বটে।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়াল ভারত

আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়াল ভারত।

দেশটির বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় এক নতুন নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, এ নির্দেশে ব্যতিক্রমও রয়েছে। আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী বিমান এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর তালিকাভুক্ত বিশেষ বিমানগুলোর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে না।

কোভিডের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ডিজিসিএ তাদের নতুন নির্দেশিকায় বলেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রয়োজনে নির্ধারিত কিছু রুটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালাতে পারে।

মহামারীর জন্য গত ২৩ মার্চ থেকে যাত্রীবাহী আন্তর্জাতিক বিমান

চলাচল ভারতে বন্ধ রয়েছে। তবে মে মাস থেকে কিছু বিশেষ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল করছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বন্দে ভারত মিশন’। এছাড়া ২৩টি দেশের সঙ্গে ‘এয়ার বাবল’ চুক্তি করেছে ভারত। সেই দেশগুলোর ক্ষেত্রেও বিমান চলাচলে ছাড় রয়েছে। সূত্র: এনডিটিভি

‘স্বাধীনতা মানেই যুদ্ধ’ তাইওয়ানের প্রতি চীনের হুঁশিয়ারি

‘স্বাধীনতা মানেই যুদ্ধ’। সামরিক মহড়া চালানো তাইওয়ানের প্রতি এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল চীন। বেশ ক’দিন ধরেই, সমুদ্রসীমায় যৌথ বাহিনীর মহড়া চালাচ্ছে চীনের স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চলটি। এতে প্রথমবারের মতো ক্ষোভ জানালো শি জিনপিং সরকার।

চীন সরকার বিবৃতিতে জানায়, আঞ্চলিক ইস্যুতে বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং উসকানি মানা অসম্ভব। আগ্রাসন মোকাবেলায় প্রস্তুত চীনের সেনাবাহিনী।

তাইওয়ানের অভিযোগ, গেল সপ্তাহ থেকেই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ‘আকাশ প্রতিরক্ষা জোনে’ চীনের যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি হামলাও প্রতিহত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, পাঠিয়েছে রণতরীর বহর।

ক্ষমতা নিয়েই সৌদি-আমিরাতে

অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করলেন বাইডেন

সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন জো বাইডেন। এর সপ্তাহের পর এই সিদ্ধান্ত নিল বাইডেন প্রশাসন।

দুই আরব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রির এ অনুমোদন দিয়েছিলেন সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যান্তনি ব্লিনকেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর আল-জাজিরার।

ট্রাম্প প্রশাসনের অনুমোদন দেওয়া সেই অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যালোচনা করে দেখছে বলে ব্লিনকেন জানান।

বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই বুধবার প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য ও পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়নে ওই দুই দেশে অস্ত্র বিক্রি কতটা সহায়ক, তা নিশ্চিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বুধবার প্রথম খবর দেয় যে, বাইডেন প্রশাসন সৌদি ও আমিরাতের কাছে কয়েক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল, আমিরাতের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান এবং সৌদি আরবের কাছে প্রিসিশন গাইডেড মিউনিশন মারণাস্ত্র, যা স্বল্প সময়ের মধ্যে চিহ্নিত টার্গেট ধ্বংস করে ফিরে আসে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক ফের মূল্যায়নে কাজ শুরু করার এক সপ্তাহ পর পদক্ষেপ আসল।

২০ জানুয়ারি শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউসে কাজ শুরুর প্রথম ধাপেই ট্রাম্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি পর্যালোচনা বা বাতিলে

নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন তিনি।

ইসরায়েলকে নজিরবিহীন সমর্থন ও ইরানের বিরুদ্ধে ‘সর্বোচ্চ চাপ’ প্রয়োগের নীতির পাশাপাশি সৌদি আরব ও আমিরাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন ট্রাম্প।

২০১৯ সালের মে মাসে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা পরিস্থিতিতে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ওই সময় সৌদি আরব, আমিরাত ও জর্ডানের কাছে ট্রাম্পের আট বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মার্কিন কংগ্রেস।

ক্ষমতা ছাড়ার আগ মুহূর্তে গত বছরের ডিসেম্বরে আগে সৌদি আরবকে ২৯ কোটি ডলার মূল্যের ছোট অস্ত্র বিক্রির ডিক্রি অনুমোদন করেছিলেন ট্রাম্প।

বাইডেনের জয়ের নেপথ্যে ছিল বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দুর্গ ভেঙে মার্কিন মসনদে বসেছেন ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন। বলা হচ্ছে, তার এই জয়ের নেপথ্যে ছিল অজ্ঞাত পরিচয় দাতাদের বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’(ডার্ক মানি) ডোনেশন।

ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, অনুদানের এই ১৪৫ মিলিয়ন ডলার ডার্ক মানি ছিল বাইডেনের উইনিং ক্যাম্পেনিং-এর পিছনে। বছরের পর বছর ধরে ডেমোক্র্যাটরা যে ধরণের অর্থ সংগ্রহের সমালোচনা করে আসছে। তবে কারা সেই দাতা তা জানা যায়নি।

তহবিল সংগ্রহের প্রবণতা থেকে বাইডেনের ক্ষেত্রে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে গেছে। যা বর্তমান কোনও প্রেসিডেন্টের কাছে একটা রেকর্ড। ২০১২ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মিট রোমনের সমর্থনে বেনামে ১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কালো টাকা অনুদান এসেছিল।

কিন্তু এবার সেই রেকর্ডও ভেঙেছে। ডেমোক্র্যাটরা বলছেন যে, তারা ডার্ক মানিকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু অভিযোগ, ২০২০ সালে ট্রাম্পকে পরাজিত করতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল তারা। সূত্র: কলকাতা টোয়েন্টিফোর।

পবিত্র মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা উন্মোচন

সৌদির মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদ মক্কার পবিত্র মসজিদে হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদের প্রধান ড. শায়খ আবদুল রহমান আল সুদাইস।

পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ আদায়কারী ও হজ পালনকারীদের জীবন মান উন্নয়ন ও সৌদি আরব সরকারের ভিশন-২০৩০ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

জলবায়ু ও পরিবেশ পরিবর্তনরোধে টেকশই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন শায়খ সুদাইস। টেকশই উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দূষণ ও তাপমাত্রা হ্রাস করে পরিবেশের উন্নয়ন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় কাবার আশপাশের শূন্য আঙিনায় বৃক্ষরোপন করে পরিবেশবান্ধব করা হবে।

শায়খ সুদাইস বলেন, ‘প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিচালনাগত দিক থেকে গবেষণা করা হবে, যাতে করে কাবা প্রাঙ্গণে আসা মুসল্লিদের চলাফেরায় বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।’

আমেরিকার সন্তানেরা সিরিয়ায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না: মার্কিন বিশ্লেষক

সিরিয়া বিষয়ে মার্কিন নীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং ২৬০ কোটি ডলার খরচ করে যেসব মিত্র যোদ্ধা তৈরি করা হয়েছে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে সোমবার প্রকাশিত এক কলামে এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট রবার্ট এস. ফোর্ড।

তিনি বলেন, ছয় বছরে ২৬০ কোটি ডলার খরচ করার পর উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় আমেরিকা যেসব অনুগত যোদ্ধা তৈরি করেছে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এরা আমেরিকার সুরক্ষায় রয়েছে কিন্তু প্রতিবেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। ফলে স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল আমেরিকার সম্পদ ও রসদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। এ অবস্থায় তিনি সিরিয়া থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সেনা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন।

রবার্ট এস. ফোর্ড বলেন, সিরিয়ায় বর্তমানে যে শত শত সেনা মোতায়েন রয়েছে তা প্রত্যাহার করলেই জো বাইডেন ভালো করবেন। উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি রাশিয়া ও তুরস্কের ওপর ছেড়ে দেয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

আমেরিকার এ কলামিস্ট আরও বলেন, কুর্দি গেরিলারা যখন আমেরিকার সমর্থন পায় তখন তারা হামলা জোরদার করে।

১৫ আগস্ট স্বাধীন হলেও কেন ২৬ জানুয়ারিই প্রজাতন্ত্র দিবস

পালন করে ভারত?

সেই ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু কেন? কী জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ। তবে সেই দিনটি ভারতীয়রা বেছে নেননি। বরং লর্ড মাউন্টব্যাটন নিজেদের ইচ্ছেমতো ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দিনই জাপান মিত্রশক্তির কাছে হার মানে। সেজন্যই ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ব্রিটিশ সরকার।

তবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও ভারতের নিজস্ব কোনও সংবিধান ছিল না। সেই সংবিধানই রচিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তা গৃহীত হয়। সেই সময় সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করেন যে, ভারতের প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠা কোনও বিশেষ একটি দিনে উদযাপন করা উচিত। সেই কারণেই বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়।

কিন্তু কেন ২৬ জানুয়ারিকেই বেছে নেওয়া হল? কেন অন্য কোনও দিন নয়?

ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের বিচারে বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারিকেই। এই কারণেই ২৬ জানুয়ারি পরিচিত হতে শুরু করল ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে। কেন ২৬ জানুয়ারিই বেছে নেওয়া হল প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে? ১৯২৯ সালের বর্ষশেষে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ আনার শপথ ঘোষণার পর ১৯৩০ সাল থেকে ২৬ জানুয়ারিকেই স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ভেঙে ভারত যেদিন বাস্তবেই স্বাধীনতার মুখ দেখল- সেইদিন ঘটনাচক্রে ছিল ১৫ আগস্ট। যার ফলে পাল্টে গিয়েছিল ২৬ জানুয়ারির গুরুত্বও।

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশমস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট ভারতের একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর অম্বেদকর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Farah Ahmad was named Chief of Staff in the Office of the Under Secretary for Rural Development)[illegible]

[illegible]

শক্তি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বাতেন খানের নাতনী।

এর আগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান জাইন সিদ্দিক হোয়াইট হাউজের ডেপুটি চিফ অব স্টাফের সিনিয়র এডভাইজার হয়েছেন। জাইনের মা-বাবা ময়মনসিংহের নান্দাইলের সন্তান।

বাইডেনের ট্র্যাঞ্জিশন টিমে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম টিমেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান রুমানা আহমেদ। রুমানা বারাক ওবামার সময়েও হোয়াইট হাউজে কাজ করেছেন। ফারাহ আহমেদও বারাক ওবামার আমলে ভিন্ন একটি দায়িত্বে ছিলেন।

মহাকাশে আবারও রেকর্ড গড়লো স্পেস এক্স

মহাকাশে আবারও রেকর্ড গড়লো স্পেস এক্স। একটি ফ্যালকন নাইন রকেটে করে মহাকাশে ১৪০টিরও বেশি জিনিস পাঠানো হলো। তার মধ্যে স্যাটেলাইট এবং স্পেসক্রাফট রয়েছে।

অরবিটে ওই সমস্ত জিনিস পৌঁছে দিয়ে দুই ঘণ্টার মধ্যে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ভেঙে পড়েছে ফ্যালকন নাইন রকেটটি। ওই ভাবেই তাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। স্পেস এক্স-এর তরফে জানানো হয়েছে, এত বড় প্রকল্প একবারে করতে পেরে তারা অত্যন্ত খুশি। খবর রয়টার্স।

রবিবার ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে ফ্যালকন নাইন রকেটটির উৎক্ষেপণ হয়। ১৪৩টি স্পসক্রাফট এবং স্যাটেলাইট ছিল তার মধ্যে। ফ্যালকন নাইনের কাজ ছিল, পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অরবিটে ওই স্যাটেলাইট এবং স্পেসশিপগুলিকে প্রতিষ্ঠা করা।

স্পেস এক্স-এর প্রোডাকশন সুপারভাইসার অ্যান্ডি ট্র্যান

জানিয়েছেন, নতুন রেকর্ড গড়ে তাঁরা খুশি। তিনি জানিয়েছেন, মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে রকেটটি অরবিটে পৌঁছে গিয়েছে।

ফ্যালকন নাইনে ১৩৩টি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার স্পেসক্রাফট ছিল। ১০টি স্পেস এক্স-এর নিজস্ব স্যাটেলাইট ছিল। অরবিটে এ ধরনের ৮০০টি স্যাটেলাইট প্রতিস্থাপনের কাজ করছে তারা। ওই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ডের কাজ করা হচ্ছে।

যে ভাবে অরবিটে স্পেস এক্স স্যাটেলাইট ছড়িয়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে কোনো কোনো বিজ্ঞানী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য, অরবিটে এর ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে। স্পেস এক্স অবশ্য এই অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। সূত্র: ডিডাব্লিউ